UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

# সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 46 ❑ 01 Feb., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

## ৭ দিনের মধ্যে লাগু হবে সিএএ ঃ শান্তনু

**‘কেন্দ্র সরকার কি ড্রিল করবেন তাতে কোন রাজ্য সরকার কি মানলো, কি মানলো না তাতে তো কিছু যায় আসে না।’ — শান্তনু**

প্রতিনিধিঃ সিএএ আইন হলেও তা এখনো লাগু হয়নি এ রাজ্যে। এবার সিএএ লাগু হবে এক সপ্তাহের মধ্যে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। রবিবার শান্তনু ডায়মন্ড হারবারে একটি সভায় গিয়েছিলেন। সেই সভা শেষে তিনি বলেন, কেন্দ্র সরকার কি ড্রিল করবেন তাতে কোন রাজ্য সরকার কি মানলো, কি মানলো না তাতে তো কিছু যায় আসে না। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সিএএ ইনক্রিমেন্ট হবে।

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই মতুয়াদের মধ্যে খুশির হাওয়া বইছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ঠাকুরবাড়ির সদস্যর মুখে এ কথা শোনার পর স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত মতুয়ারা। সোমবার মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া, 'আমরা উচ্ছ্বসিত, আমরা আপ্লুত। অবশেষে আমাদের দাবি পূরণ হতে চলেছে শান্তনু ঠাকুরের হাত ধরে। একাংশের মতুয়াদের বক্তব্য 'শান্তনু ঠাকুর যখন বলেছেন, অবশ্যই সিএএ লাগু হবে। কারণ এই নাগরিকত্বের দাবিতেই আমরা ভোট দিয়েছিলাম। তিনি মতুয়াদের ভোটে জিতে ছিলেন।' প্রসঙ্গত স্বাধীনতার পর পূর্ব বঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে আসা মানুষ ও মতুয়ারা নাগরিকত্বের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে মতুয়াদের পীঠস্থান ঠাকুরনগরে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন। ২০১৯ এ বিজেপি থেকে দাঁড়িয়ে জয়ী হয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির ছেলে শান্তনু। তারপর থেকে এখনো সিএএ লাগু হয়নি এ রাজ্যে। তারই মধ্যে এই আইন লাগুর বিরোধিতায় নামে তৃণমূল। তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ মতুয়া মহাসঙ্ঘের সংজ্ঞাধিপতি মমতা বালা ঠাকুর দাবি করেন, 'যাদের ভোটার কার্ড আধার কার্ড আছে, যারা ভোট দেয়, তারাই নাগরিক। ভোট এলেই নাগরিকত্ব নিয়ে মতুয়াদের ঠকায় বিজেপি। নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবি জানান তিনি।

## মতুয়ারা কি নাগরিক নন ঃ নওশাদ সিদ্দিকী

প্রতিনিধি ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে এসেছেন, মতুয়ারা ভোট দেন, তাদের ভোটার কার্ড আধার কার্ড রেশন কার্ড আছে। তারা এদেশের নাগরিক। নতুন করে নাগরিকত্ব নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

এবার তৃণমূলের সেই দাবিরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর মুখে। তিনি বুধবার গোপালনগরের কামদেবপুরে একটি রক্তদান শিবিরে যোগ দিতে এসেছিলেন। সেখানে তিনি নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'মতুয়ারা কি এদেশের নাগরিক নন। অন্য নাগরিকরা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পান, মতুয়ারাও তো তাই পান। আমার ধারণা মতুয়াদের ভুল বোঝানো হচ্ছে। পাশাপাশি এদিন তিনি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সমালোচনা করে বলেন, '২০১৯ সালের আগেও তিনি সিএএ করব বলেছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন।

এবার হয়তো ভোটে জেতার ইচ্ছা হয়েছে, তাই আবার বলছেন। দল তাঁকে প্রার্থী করলে সামনের লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান বলে জানিয়েছেন নওশাদ সিদ্দিকী। তৃণমূল রক্তদান শিবির নিয়েও নোংরা রাজনীতি

করছে বলে তার অভিযোগ। ১০০ দিনের প্রকল্পের কাজের টাকা না পাওয়ার দায় তিনি চাপিয়েছেন কেন্দ্র ও রাজ্যের উপর। নাগরিকত্ব নিয়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'তৃণমূল এবং আইএসএফ দুটি দলই চায়না মতুয়ারা নাগরিকত্ব পাক। তবে আমরা মতুয়াদের নাগরিকত্ব দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কেন্দ্র শীঘ্রই নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য সিএএ কার্যকর করবে।

## প্রতিবন্ধী ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত শিক্ষক

প্রতিনিধিঃ শারীরিক প্রতিবন্ধী সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীকে স্কুলের ফাঁকা ঘরে বই দেবার নাম করে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল স্কুলের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানা এলাকার একটি স্কুলে। অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে ধৃতকে পুলিশ নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশে দিয়েছেন।

পুলিশ ও নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে, অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম অঘোর বাস্কে। অঙ্কের শিক্ষক। বিশেষভাবে সক্ষম ওই নাবালিকা রোজ মায়ের সাথে স্কুলে যায় ও আসে।

তৃতীয় পাতায়...

## পশ্চিমবঙ্গের সকলেই নাগরিক ঃ সুজন চক্রবর্তী

প্রতিনিধিঃ লোকসভা ভোটের আগে উদ্বাস্তু মতুয়াদের মন পেতে সিপিএম নেতৃত্ব দাবি তুলল রাজ্যের সকলেই নাগরিক। তাদের বে-নাগরিক করার চক্রান্ত চলছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বনগাঁ শহরের বাটা মোড় এলাকায় সিপিএমের পক্ষ থেকে একটি পথসভা করা হয়। সেখানে এসেছিলেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। সেখানেই তিনি দাবি করে বলেন, রাজ্যের সমস্ত মানুষই নাগরিক। কে বলছে তারা নাগরিক নয়? বিজেপি তাদের বে-নাগরিক করার চক্রান্ত করছে। এই চক্রান্ত প্রথমে যারা করেছিল তাদের মধ্যে তৃণমূলও আছে। পাশাপাশি এদিন তিনি বলেন, 'সিএএ আইন হচ্ছে বেনাগরিক করার আইন, রাজ্য সরকার পাট্টা দিয়েও অনেকাংশে সেই পাট্টা খারিজ করে দিচ্ছে। উদ্বাস্তু গরিব মানুষেরা বঞ্চিত হচ্ছেন। ইন্ডিয়া জোট প্রসঙ্গে এদিন সুজন বলেন, 'বিজেপিকে খুশি করার খেলায় মেতেছেন পিসি ভাইপো। কারণ মোদী এবং অমিত শাহকে খুশি করতে না পারলে পিসি ভাইপোর বিপদ আছে।

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা

চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

## জেলা প্রাথমিক ক্রীড়ায় সাফল্য গাইঘাটার প্রান্ত ও স্নেহার

১০০, ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম প্রান্ত দাস

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ২৪ পরগণা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪। প্রতিযোগিতায় গাইঘাটা পূর্বচক্রের সেকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র প্রান্ত দাস ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে নিজের ও বিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করে।

অন্যদিকে এদিনই যোগাসন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে চাঁদপাড়া নিম্নবুনিয়াদী প্রাথমিক বিদালয়ের পড়ুয়া স্নেহা দাস। ছোট্ট স্নেহার এই বিরাট সাফল্যে অতিশয় খুশি তার বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ আত্মীয় পরিজনও।

যোগাসন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্নেহা দাস

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
# সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ৪৬ ❐ ০১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

## বিসর্জিত নীতিবোধ

মানুষ যাবে কোথায়! কাকে বিশ্বাস করবে! বিশ্বাস তো কখনো কাউকে করতেই হবে, নইলে বেঁচে থাকার মানে কী! সমাজ বদলায়। বদলায় মানুষ। পরিবর্তন হয় সমাজ-মানসিকতার। আজ একদিকে কিছু মানুষের বিপুল ঐশ্বর্য বিলাস, অন্যদিকে অসংখ্য মানুষের দারিদ্র, বঞ্চনা ও শোষণের জ্বালা। একদিকে সভ্যতার উজ্জ্বল চিত্র, অন্যদিকে দূর বিস্তৃত জমাট অন্ধকার। আজও মানুষের প্রতিকার হীন বিচারের বাণী, নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আজ ধর্মে ধর্মে বিভেদের প্রাচীর। সাম্প্রদায়িকতার বিষ নিঃশ্বাসে, জাত-পাতের বজ্জাতি, যুদ্ধের মহড়া, অশুভ বুদ্ধিরই আজ আধিক্য। এইরকম ডামাডোলে সমাজের কোণায় কোণায় ছেয়ে গেছে দুর্নীতি।

দুর্নীতির সমাজ বললে অত্যুক্তি হয় না। আর বলব নাই বা কেন! শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, প্রাণীতে দুর্নীতি, কয়লায় দুর্নীতি, রেশনের দুর্নীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে দুর্নীতি, আর কত বলব! এরপর ভেজাল আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বললে তো সামান্য এইটুকু অংশে ফুরোবে না। এরকম অন্ধকার সময় সমাজে আগে ছিল না। কম্বলের লোম বাছলে যেমন কম্বলের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনই সমস্ত রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ীদের মহলকে যদি ধরা হয় তাহলে মানুষের অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ। তবুও বলব মানুষ আজ জীবনে বিশ্বাস হারায়নি, এখনও বিশ্বাস করে হিংসায় উন্মুক্ত পৃথিবীর বুকে প্রেমের দেবতার অভিষেক হবে। মনুষ্যত্বের মহিমাকে হারালে তার যে আর কিছুই থাকেনা। তাই এখন মানুষকে প্রকৃত সৎ হতে হবে, দেশের মানুষের দিকে তাকিয়ে। আপামর মানুষ তাকিয়ে থাকে প্রতিনিধিত্বকারী মানুষের দিকে, তাই যতদিন না পর্যন্ত নির্লোভ ও সৎ মানসিকতায় কেউ না ফিরছেন, ততদিন দুর্নীতি সমাজ থেকে মুছবে না। মনে রাখা উচিত, দেশবাসী নির্বাচিত করে আপনাদের পাঠিয়েছেন, তাই মানুষের প্রতি একটু দয়াশীল হোন, নইলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

## স্বরবিতান এর বার্ষিক মিলনোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়া অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্বরবিতান বিগত বৎসরের

মতো এবারও বাৎসরিক মিলন উৎসবের আয়োজন করে গত ২৮ জানুয়ারি সকালেই প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ সকলেই চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া পল্লীবান্ধব সমাজ মিলন কেন্দ্রে সমবেত হন। ছিলেন সংগীত শিক্ষার্থীগণের অভিভাবকগণও। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী প্রদীপ সরকার ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠানে মিলিত হন। সংগীত আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠানে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠান শেষে সকলে পংক্তিভোজনে মিলিত হন। এদিনের মিলনোৎসব ও বনভোজনে অংশগ্রহনকারী সকলের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলাক্ষিত হয়।

## সপ্তাহব্যাপী নানা অনুষ্ঠান ঝাউডাঙা হাই স্কুলে

নীরেশ ভৌমিক ঃ জানুয়ারির শেষে সপ্তাহব্যাপী নানা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় গাইঘাটা ঝাউডাঙা হাই স্কুলে। ২২ জানুয়ারী বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় আবিষ্কার সপ্তাহে খাদ্যে সাধারনত কি কি ভেজাল দেওয়া হয় ক্ষতিকারক সেই সমস্ত দ্রব্য গুলি সম্পর্কে বিদ্যালয়ের পড়ুয়াগণকে অবহিত করা হয়। ভেজাল থেকে কিভাবে দূরে থেকে শিক্ষার্থিগণকে সচেতন করা হয়। এরপর ছিল ফুড ফেস্টিভ্যাল ও বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান।

২৭ জানুয়ারি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরনী এবং বাৎসরিক সাংস্কৃতিক উৎসব। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, স্থানীয় ঝাউডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আন্না বিশ্বাস অধিকারী, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সদস্যা শিপ্রা বিশ্বাস। গাইঘাটা পূর্ব চক্রের অন্যতম শিক্ষাবন্ধু মিলন কান্তি সাহা প্রমুখ। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি রনজিৎ বিশ্বাস ও প্রধান শিক্ষক কালিরঞ্জন রায় উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা আগত সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন।

স্বাগত ভাষণে প্রধান শিক্ষক কালিরঞ্জন বাবু বলেন, ২০১৯ সালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে আসীন হবার পর থেকে পরিচালক সমিতির সহায়তায় বিদ্যালয়ের সঠিক উন্নয়নে সচেষ্ট থেকেছে। বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য আর্সেনিত মুক্ত পানীয় জল, সকলের নিরাপত্তার স্বার্থে সি সি ক্যামেরা, সমস্ত শ্রেনিকক্ষ, অফিস কক্ষ গ্রীল দিয়ে ঘেরা হয়েছে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে তিনি প্রশাসন, সরকার এবং সেই সঙ্গে অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি বর্গের সহযোগিতা কমনা করেন।

এদিন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা বিভিন্ন শ্রেনিতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্র ছাত্রীদের হাতে পুরষ্কার ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

পরিশেষে বিদ্যালয়ের সুসজ্জিত মঞ্চে পড়ুয়াগণ পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমবেত সকলের মনোরঞ্জন করে। নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচীতে বিদ্যালয়ের বাৎসরিক অনুষ্ঠান ২০২৪ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও এলেকাবাসীর মধ্যে বেশ সাড়া ফেলে।

ভ্রমণ

# কানছা-দার দেশ নেপাল

অজয় মজুমদার

**গত সপ্তাহের পর...**

লুম্বিনীর সাইট সিনিং শেষ করে সবাই গাড়ির কাছে চলে এল। ওখানেই আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিল। আমাদের গাড়ি বেলা ১০টা নাগাদ ছাড়ল। লুম্বিনীকে কারো ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না। পৃথ্বি হাইওয়ে দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। রাস্তা খুবই খারাপ। ঘন্টায় ১৮/২০ কিলোমিটার গতিতে দুলকি চালে গাড়ি চলতে লাগলো। চারিদিকে শুধুই হলুদ বিপ্লব। মনে হয় সরিষা এখানকার বিখ্যাত ফসল। আমাদের গাড়ি ত্রিশূলা নদী অনুসরন করে চলতে লাগল। বেলা ১টা নাগাদ গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা হোটেলের সামনে। ওই হোটেলের ডাইনিং এ আমাদের রান্নার কর্মীরা রাত জেগে তৈরী খাবার পরিবেশন করলো। মেনু ছিল কাতলার কালিয়া, ডাল, তরকারি, চাটনি, পাপড় ইত্যাদি।

আবার গাড়ি চলতে লাগলো। রাস্তা এতটা খারাপ আমার মনে হয়েছিল যে কোন সময় গাড়ির পাতি ভেঙ্গে যাবে। আমার মনের কথাই বাস্তবে পরিনত হল। গাড়ির মেইন পাতি টুড গয়া। এক গ্যারেজের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লো। জানা গেল গাড়ি সারাতে ঘন্টা দেড়- দুই সময় লাগবে। গ্যারেজের দেয়ালের পেছনে মিস্ত্রি মালিকের বাড়ি। ওখানে তার মাধ্যমিক পাস মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো। মেয়েটির নাম রায়না সাঁতরা। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে। নেপালি কিন্তু সাঁতরা টাইটেল কি করে হলো! রায়না বলল, ওর বাবা বাঙালি। সাঁতরা টাইটেল। মা নেপালি। রায়নার মা আমাদের সঙ্গে পরিচয় করলেন। খুব হাসিখুশি মহিলা। ওদের সরল স্বাভাবিক জীবন প্রাচুর্যকে দূরে ঠেলে চকচকে প্রাণঢালা হাসি উজাড় করে দিল অতিথিদের। রায়নাকে একটি গান গাইতে বললাম। ও বলল, আগে তুমি গাও। আমি শোনালাম "ও আমার দেশের মাটি।" তারপর ও নেপালের জাতীয় সংগীত গাইলো। মানে না বুঝলেও সুরটা বেশ ভালো লেগেছিল।

গানটি হল- *"সায়ং থুঙ্গা ফুলকা হামি, ইউটাই মালা নেপালি,*
*সর্বভৌম ভাই ফালিলেকা, মেচি-মহাকালী।*
*প্রাকৃতিক কোটি-কোটি সম্পাদকো অঙ্কলা,*
*বীরহারুক রাগতলে স্বাতন্ত্ররা অটল।*
*জ্ঞান ভূমি, শান্তিভূমি, তরাই, পাহাড়,*
*হিমলা,*
*আখন্ড ইয়ো, প্যারো হামারো মাতৃভূমি নেপালা।'*
*বহুজাতি, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি চল বিশাল,*
*অগ্রগামী রাষ্ট্র হামারো, জয় জয়া নেপালা।*

জাতীয় সংগীত লেখক ব্যাকুল মাইলা। নেপালের জাতীয় সংগীতকে তৃতীয় স্থান দেয়। এই সংগীতটি প্রথম রেকর্ড করেন আম্বার গুরুং। নদী, মাঠ, ক্ষেত, জঙ্গল পার করে আমরা রাত ১০টা নাগাদ কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছালাম। যে হোটেলে আমাদের বুকিং ছিল, তা শহরের প্রান কেন্দ্রে অবস্থিত। নাম মহাদেব হোটেল। নেপালে এদের তিনটি শাখা আছে, কাঠমান্ডু, পোখরা এবং সানাউলি। থাকার ব্যবস্থায় খুবই স্বচ্ছন্দ ছিল। প্রতিটি বাড়িই পাঁচতলা, ছয়তলা হবে। ২৪ ঘন্টা লিফট, অপর্যাপ্ত জল (ঠান্ডা এবং গরম)। শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমরা হোটেলের ঘরে গেলাম। ঘণ্টা দুয়েক বাদে আমাদের খাবার জন্য ডাকতে এল। পাঁচতলায় ডাইনিং। বিদেশে গরম গরম ডাল, ভাত, আলুচোখা, ডিমের ঝোল খুবই তৃপ্তি করে আমরা খেলাম। ঘরে এসে সেদিনের মতো ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় ফেলে দিলাম।

১৩ই ডিসেম্বর ২০২৩ সকাল ছ'টায় ঘুম ভেঙ্গে উঠেই স্নান করে পোষাক পরে নিয়ে চললাম পশুপতিনাথ দর্শনে। কাঠমান্ডুর বাগমতি নদীর উপত্যকায় কাঠমান্ডু শহরের পূর্ব কণ্ঠে পশুপতি মন্দির অবস্থান করছে। এই মন্দিরটি নেপাল প্যাগোডা স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত। হিন্দু দেবতা শিবকে পশুপতি, পশুপতিদের রক্ষাকারী হিসাবে তাঁর রূপে উৎসর্গ করা হয়। অন্তত পঞ্চম খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে এখানে একটি ধর্মীয় ভিত্তি রয়েছে। যদিও প্রাচীনতম নথিভূক্ত মন্দিরটি ৪০০ সি ই থেকে। মহা শিবরাত্রি উৎসবের সময়

পশুপতিনাথ মন্দিরটি খুব ব্যস্ত থাকে। এলাকাটি সারাবছর পর্যটক এবং তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে ঠাসা থাকে।

অভ্যন্তরীণ গর্ভ গৃহে প্রবেশ শুধুমাত্র হিন্দুদের জন্য। তবে বাকি কমপ্লেক্সটি সব ধর্মের দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। মন্দির প্রাঙ্গনে মানুষ ছাড়াও সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছাগল এবং বানর ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। পশুনাথ মন্দির কাঠমান্ডু ভ্যালীর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অংশ, যা ১৯৭৯ সালে ইউনেস্কো দ্বারা খোদাই করা রয়েছে। মাত্র চার জন পুরোহিত মূর্তি স্পর্শ করতে পারেন। পশুপতিনাথের দৈনিক আচার অনুষ্ঠান দুটি পুরোহিতের দ্বারা পরিচালিত হয়। ভট্ট এবং রাজভান্ডারী। ভট্ট প্রতিদিনের আচার পালন করেন এবং লিঙ্গ স্পর্শ করতে পারেন। সেখানে ভান্ডারীরা হলেন সাহায্যকারী এবং মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক বলা হয়। কিন্তু এরা আচার পালন বা দেবতাকে স্পর্শ করার যোগ্য নন। এই মন্দির সবচেয়ে বেশি প্রশংসার দাবি রাখার কারন, এখানে কোন পান্ডার অত্যাচার নেই। পূজার উপকরণ কেনার জন্য কোন জোরাজুরি নেই।

পশুপতিনাথ মন্দিরের কমপ্লেক্সের বাইরে কিছু ভবন ২০১৫ সালের এপ্রিলে নেপালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সাধারনত মহা শিবরাত্রির এবং তিজ উৎসব তো মহাসমারোহে জাকজমক

পূর্ণভাবে পালিত হয়। এছাড়াও সারা বছর ধরে অনেক উৎসব পালিত হয় মহাসমারোহে। তিজ পশুপতিনাথ মন্দিরের অন্যতম পালিত উৎসব।

আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে পশুপতিনাথ দর্শন করে ফিরে আসর জন্য রাস্তায় উঠলাম। রবিদা প্রচুর লেবু এবং আতা কিনলেন। উনি ফল কেনায় বিশেষজ্ঞ। আমাদের ছোট্ট দুজনের দলের ক্যাশিয়ার। সব থেকে বেশি কষ্ট হয়েছে মন্দির প্রাঙ্গনে খালি পায়ে হেঁটে বেড়ানো। ভিক্ষারির উৎপাত এখানে খুবই কম। এবার আমরা ফিরে এলাম' আমাদের কাঠমান্ডুর স্থায়ী ঠিকানায়। ব্রেকফাস্ট শেষ করে গেলাম গৌরী মন্দিরে। গৌরী মন্দিরে প্রবেশের পথেই সদ্য বিবাহিত নেপালি দম্পতিকে দেখলাম। একটু আগেই এই মন্দিরে ওদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের কিছু কাজ এখনো বাকি, পাত্র পোশায় নেপালের ফৌজি এবং পাত্রী কলেজ ছাত্রী। দম্পতির অনেক ছবি তুললাম। ওরা বেশ খুশি হলো। দেবদেবীর মন্দিরটি আমাদের মহাদেব হোটেলের সামনেই অবস্থিত। এটিও প্রাচীন মন্দির। ২০১৫-র ভূমিকম্পে তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। এখানে প্রচুর বিয়ের অনুষ্ঠান চলে। বিয়ে দিয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ভোজের ব্যবস্থা করে বা পার্টি দেয়। অবশ্য যাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা নেই তারা মন্দিরের বিয়ের পর বাড়ি ফিরে যায়। কোন লৌকিকতা ছাড়াই।

নেপালের ভাষা নেপালি। এটি একটি পাহাড়ি ভাষা। মূলত নেপাল, মায়ানমার, ব্রনাই ও ভুটানে এই ভাষা চলে। এই ভাষার মর্যাদা ভারতের সিকিম ও দার্জিলিং জেলাতেও রয়েছে। নেপালি ভাষা মূলত ইন্দো- আর্য এবং তিব্বতি-বার্মীয় ভাষা। নেপালি ভাষাতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব দেখা যায়। নেপালের সরকারি ভাষা কিন্তু ইংরেজি। নেপালি জনসংখ্যার ৭৮% প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে কথা বলে। মৈথিলী দ্বিতীয় সর্বাধিক কথ্য ভাষা। **.... চলবে**

## রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার সাধারণ তন্ত্র দিবস ও দেশ মাতৃকা বন্দনা

সঞ্জিত সাহা ঃ রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা গোবরডাঙ্গার উদ্যোগে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যেদিয়ে সাড়ম্বরে পালিত হলো ভারতের ৭৫তম সাধারণ তন্ত্র দিবস ও দেশ মাতৃকা বন্দনা। অনুষ্ঠানের প্রথমেই সংস্থার শিল্পীদের জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন করে ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংস্থার কর্ণধার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন দেবশ্রী মুখার্জী, সন্দীপন মান্না, সমীর দাস, পলাশ মণ্ডল, প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, অসীমা মুখার্জী সহ রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার সকল নাট্য শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। পলাশ মণ্ডল ও প্রদীপ ভট্টাচার্য্য। সংস্থার পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁর বক্তব্যে বলেন দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা, ভক্তি ও ভালোবাসা গড়ে তুলতেই প্রজাতন্ত্র দিবস পালনে উদ্যোগী হন রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন সাধনা মজুমদার।

# নানা অনুষ্ঠানে সার্থক চাঁদপাড়ার ক্রেজি গ্রুপের তৃতীয় বর্ষের ক্রেজি উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৬ জানুয়ারী সকালে গাইঘাটা থানার মোড় থেকে জাতীয় সড়ক যশোর রোড ধরে চাঁদপাড়া বাজার অবধি সাত কিলোমিটার দীর্ঘ মশাল দৌড় শেষে জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে জাতির ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের মধ্যদিয়ে ওদিন ব্যাপী চাঁদপাড়ার ক্রেজি গ্রুপ আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক ক্রেজি

উৎসবের সূচনা হয়। সংগঠনের সভাপতি গোবিন্দ পাল জানান, এদিনের মশাল দৌড়কে সার্থক করে তুলতে ক্রীড়া প্রশিক্ষক মঙ্গল বিশ্বাস ও গাইঘাটা থানার পুলিশ বাহিনী সহযোগিতার হাত বাড়িতে দেন। সন্ধ্যায় ব্যান্ডের বাজনা, রণপায়ে হাঁটা ও ফুটবল টুর্নামেন্টের সুদৃশ্য সুবিশাল ট্রপি সহ ক্রেজি গ্রুপের সদস্যদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা চাঁদপাড়া বাজার এলাকার বিভিন্ন পথ করিক্রমা করে। শোভাযাত্রা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

পরদিন বিনাব্যয়ে স্বাস্থ্য শিবির ও স্বেচ্ছারক্তদান শিবিরে সকাল থেকেই এলেকার বিভিন্ন গ্রামের মানুষজন এসে উপস্থিত হন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ শিবিরে আগত মানুষজনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরমর্শ দেন। বিনামূল্যে দুস্থ রোগীদের ঔষধও দেওয়া হয়। চক্ষু চিকিৎসা শিরিরে চক্ষু রোগীদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে। চক্ষু রোগীদের চশমাও প্রদান করা হয়। ছিল বিনা ব্যয়ে ইসিজি ও হাড়ের ঘনত্ব পরীক্ষার ব্যবস্থা। রক্তদান শিবিরে বনগাঁ জে আর ধর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ গোপাল পোদ্দার ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ ক্লাব সদস্য সহ এলেকার স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের রক্ত সংগ্রহ করেন। স্থানীয় বাসিন্দা শিশির চক্রবর্তী এদিন স্বেচ্ছায় জীবনের ৬১ তম রক্ত দান করেন। ক্রেজি গ্রুপের কর্নধার প্রাক্তন সৈনিক টুটুন বিশ্বাস জানান, এদিনের রক্তদান শিবিরে ৯২ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেছেন। রক্ত দাতাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলাও ছিলেন।

বিগত বছরগুলির মতো এবারও তৃতীয়দিন অর্থ্যাৎ উৎসবের শেষ দিনে ছিল ৮ দলীয় নকআউট ফুটবল টুনামেন্ট। প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ৮ টি দল অংশ গ্রহন করে। মধ্যরাতে ফাইলালে হাড্ডাহাড্ডি লাড়াইতে ৩-২ গোলে কাঁচরাপাড়ার শাহরুখ একাদশকে পরাস্ত করে সেরার শিরোপা অর্জন করে বনগাঁর জাগ্রত ইলেভেন। অন্যতম সদস্য ও শিক্ষক অপু ঘোষ জানান, বিজয়ী ও বিজিত দলকে যথাক্রমে দর্শনীয় স্মৃতি চ্যালেঞ্জ ট্রপি এবং ৭৫ হাজার টাকা ও ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার লাভ করেন বিজয়ী দলের সঞ্জীব ভৌমিক। মাঠ ভর্ত্তি দর্শক টুর্নামেন্টের সকল খেলাগুলি এবং মধ্যরাতে আতস বাজির রোশনাই বেশ উপভোগ করেন। ক্লাব সভাপতি গোবিন্দ বাবু জানান, সেবামূলক কাজের জন্য এদিন স্থানীয় ডায়মন্ড ক্লাবের সদস্যদের হাতে মানবিক স্মারক সম্মান ও দুস্থ অসহায় মানুষজনের মধ্যে বিতরনের জন্য বেশ কিছু কম্বল তুলে দেওয়া হয়। নানা কর্মসূচী ও অনুষ্ঠানে চাঁদপাড়া ক্রেজি গ্রুপ আয়োজিত এবারের ক্রেজি উৎসব এলাকায় বেশ সাড়া ফেলে।

# সেবার সাহিত্য সভায় কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৭ জানুয়ারি গোবরডাঙার সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত ৫০ তম মাসিক সাহিত্য সভা শুরু হয় বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সমীর চ্যাটার্জী ও দুলালী দাসের গাওয়া দেশাত্ববোধক সংগীতের মধ্য দিয়ে। জন্ম মাসে নেতাজী সুভাষ ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত। সাহিতিকগণ বর্ষিয়ান সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তীর পৌরোহিত্য অনুষ্ঠিত এদিনের সাহিত্য সভায় বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, সঞ্চালক বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা, নাবার্ড এর রাজ্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার সংস্কৃতি প্রেমী পার্থ মণ্ডল প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণ সেবা ফার্মার্স সমিতির সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজ কর্মী গোবিন্দলাল মজুমদার উপস্থিত সকলকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আয়োজিত সাহিত্য সভার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। সেবার পক্ষ থেকে এদিন সভায় উপস্থিত নাবার্ড এর পদস্থ আধিকারিক পার্থ মণ্ডলকে স্মারক উপহারে বিশেষ অভ্যর্থনা জানানো হয়। সেই সঙ্গে এদিনের সাহিত্য সভায় বিশিষ্ট কবি ও ছড়াকার বিজয় কৃষ্ণ রায় ও বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক সুদিন গোলদারকে পুষ্প স্তবক উত্তরীয় মানপত্র ও স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এদিন সেবা সমিতি প্রকাশিত সেবা প্রবাহ এর ৫ম সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন চাতরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা সোমা ঘোষ চক্রবর্তী। ছিলেন সংস্কৃতি অনুরাগি তমাল চক্রবর্তী। সেই সঙ্গে এদিন বিশিষ্ট কবি সুবিদ আলি মোল্লা ও কবি দীপ মণ্ডল প্রনীত বিমূর্ত পাতার জলছবি গ্রন্থটিও

অনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এদিনের সাহিত্য সভায় উপস্থিত কয়েকজন কবি সাহিত্যিক দরিদ্র্য ও অসহায়দের সাহার্য্যার্থে সমিতির এসো হাত ধরি প্রকল্পে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

এদিনের সাহিত্য সভায় উপস্থিত কবি সাহিত্যিকগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ ও কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নেন। সাহিত্যসভায় উপস্থিত সকলের হাতে উদ্যোক্তারা এদিন প্রকশিত 'সেবা প্রবাহ' গ্রন্থ ও নতুন বছরের ডায়েরি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

সঞ্চালক বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরার পরিচালনায় এদিনের সাহিত্য সভা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

# মছলন্দপুরে মনীষা ও ইমনের বার্ষিক উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

সঞ্জিত সাহা ঃ অন্যান্য বছরের মত এবারও মছলন্দপুরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা মনীষা ও ইমন মাইম সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্ম জয়ন্তী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়। তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবে ছিল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা। ছিল নাটকের উৎসব। ২২ জানুয়ারি সকালে ১০০ জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণে রোড রেসের মধ্য দিয়ে আয়োজিত ১৬ তম বার্ষিক উৎসবের সূচনা হয়।

উৎসবে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল বসে আঁকো, নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি, ক্যুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মনীষার ছোট-বড় সদস্য'গণ সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন। নাট্যোৎসবে আমন্ত্রিত দত্তপুকুর দৃষ্টি পরিবেশন করে ভাস্কর মুখার্জি নির্দেশিত মঞ্চ সফল নাটক 'ভাতা বুড়ির কুঁয়ো'। ইমন মাইম এর তরুণী নির্দেশক সৃজা হাওলাদার এর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় শিশু কিশোর'গণ পরিবেশিত নাটক 'হিংসুটে দৈত্য'।

গোবরডাঙ্গার নাবিক নাট্যম পরিবেশন করে জীবন অধিকারী নির্দেশিত সকলের ভালোলাগার নাটক 'যুযু ধান'। এছাড়াও ছিল ব্রেক থ্রু সায়েন্স সোসাইটির পরিবেশনায় বিজ্ঞানভিত্তিক অনুষ্ঠান 'মন্ত্রে নয় বিজ্ঞানেই জলে আগুন' ছিল পুরস্কারপ্রাপ্ত মূকাভিনেতা ইমন সেন্টারে প্রাণপুরুষ ধীরাজ হাওলাদারের পরিচালনায় ইমন মাইম সেন্টারের মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠানটি সমবেত দর্শক মন্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা ধীরাজ বাবু জানান, ছোটদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে এবং জেলায় একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার লক্ষ্যে মনীষা ও ইমন মাইম সেন্টারের ক্ষুদ্র প্রয়াস।

# বার্ষিক ক্রীড়া ঢাকুরিয়া তরুন দলের

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন এবং সেই সঙ্গে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া তরুন দল ক্লাবের সদস্যগণ। এদিন সকালে ক্লাব অঙ্গনে জাতীয় ও ক্লাব পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনভর আয়োজিত বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। ক্লাব সংলগ্ন ময়দানে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার ছেলে

চতুর্থ পাতায়...

# গোবরডাঙা মৃদঙ্গম এর নবতম প্রযোজনা আমি নটী

নীরেশে ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙা মৃদঙ্গম এর নবতম প্রযোজনা আমি নটী। নতুন এই নাটকটি প্রথম দর্শনেই সমবেত সাধারনের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নেয়। নাটকটিতে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক, পুরুষদের ক্ষমতার দম্ভ নারীসমাজের উপর দমন পীড়নের কাহিনী নাটকটিতে সুন্দরভবে ফুটে উঠেছে।

সমাজে পুরুষ নারী অনাদিকাল থেকে এক সাথে বসবাস করে আসছে। একসাথে বসবাস করার মাধ্যমে পুরুষরা বুঝতে পারে নারীরা তাদের থেকে দুর্বল। তখন থেকেই তারা নারীদের উপর বলপূর্বক ক্ষমতা প্রদর্শন শুরু করে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। ক্রমেই নারীরা হয়ে ওঠে পুরুষদের ভোগ্য বস্তু, মনোরঞ্জন ও সন্তান জন্মের একটা যন্ত্র বিশেষ। যুগ যুগ ধরে এই পুরুষরাই সমাজে তৈরি করে চলেছে অসংখ্য নটি বা বেশ্যা। পৌরানিক কালেও দেবতাদের সভাতেও এই নটীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ইতিহাসেও বিভিন্ন রাজার রাজত্বে নারী সমাজের করুণ ব্যঞ্জনার কাহিনী জানা গেছে।

রামায়ন ও মহাভারতে ও সীতা ও দ্রৌপদীর উপর পুরুষ অন্যায় অবিচার অত্যাচারের কাহিনী রয়েছে। শুধু প্রাচীন কাল নয়, বর্তমানে সময়েও নারীদের পছন্দ অপছন্দ ভালোবাসা ইচ্ছা অনিচ্ছা ইত্যাদির শুরুত্ব দিতে নারাজ পুরুষ সমাজ। বর্তমান সময়ের এক নটী নটী বিনোদিনীকে আদর্শ করে জীবনের সমস্ত যন্ত্রনাকে ভুলে নতুন সমাজে সুস্থ্যভাবে থিয়েটারকে আঁকড়ে ধরে অভিনেত্রী হয়ে বাঁচতে চায় এক নারী। কিন্তু সে কি অদৌ এই লড়াইয়ে সফল হবে? এই কাহিনী নিয়েই মৃদঙ্গম এর নবতম প্রযোজনা আমি নটী। রচনা বরুণ কর।

## প্রতিবন্ধী ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত শিক্ষক

প্রথমপাতার পর...

এদিনও স্কুলে গিয়েছিল। অভিযোগ, স্কুল ছুটির পর বই দেওয়ার নাম করে ফাঁকা ঘরে ডেকে নিয়ে যায় শিক্ষক অঘোর বাস্কে। ফাঁকা ঘরে ধর্ষণ করে, সে কথা কাউকে বলতে বারণ করে শাসায়। রাতে মেয়ে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন তাকে চাপ দেয়। এরপরই ওই নাবালিকা তার মায়ের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে।

এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বনগাঁ থানাতে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেয়ে শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মেয়েকে যখন স্কুল থেকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল তখন ওর মা দেখেছিল ওর বোতাম খোলা। তখন গুরুত্ব দেয়নি। নাবালিকার মাসি বলেন, 'এর আগেও ওই শিক্ষক তাদের মেয়ের শরীরের বিভিন্ন অংশে হাত দিত তা জানিয়েছিল মেয়ে। ভয়ে স্কুলে, প্রধান শিক্ষককে বিষয়টি জানাতে পারেনি। ওই শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে তাঁরা।

## সকলেই নাগরিক

প্রথমপাতার পর...

সন্দেশখালীর তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের গ্রেপ্তারির প্রসঙ্গে সুজন বাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে অপদার্থ করে রেখেছেন যাতে পুলিশ তাকে ধরতে না পারে। সিএএ প্রসঙ্গে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'সিপিএম এবং তৃণমূল একই দল। ওরা চায়না উদ্বাস্তু মতুয়ারা নাগরিকত্ব পাক। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, অনেকদিন আগেই বাংলার মানুষ সিপিএমকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ওদের কথার কোন গুরুত্ব নেই।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য
যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

মন ভরানো হাসির শর্ট ফিল্মস্, ওয়েব সিরিজ দেখার জন্য স্ক্যান করুন আমাদের এই কোডে অথবা ইউটিউবে সার্চ করুন
www.youtube.com/@monalisafilms5673
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন— ৯৭৩৩০৮৭৬২৬
মোনালিসা ফিল্মস্ বনগাঁ

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626
মোনালিসা ফার্ণিচার

## প্রধান শিক্ষিকা রত্না রায়ের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ দীর্ঘ ৩৩ বৎসরের শিক্ষকতা জীবন থেকে ৩১ জানুয়ারী অবসর গ্রহন করেন চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রত্না রায়। শিক্ষক পিতা-মাতার সন্তান রত্না দেবী এম এস সি পাশ করে বনগাঁ ব্লকের বল্লভপুর বিশ্বম্ভর বিদ্যাপীঠে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। পরে ২০০২ সালে ঢাকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা পদে যোগ দেন। বিদ্যালয় প্রধানের দ্বায়িত্ব নিয়ে শ্রীমতী রায় বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন সহ সার্বিক উন্নয়নে সচেষ্ট হন। অচিরেই বিদ্যালয়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

কর্মজীবনের শেষ দিনে রত্নাদেবীর দীর্ঘদিনের সহকর্মী শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও স্নেহের ছাত্রীগণ অশ্রুসিক্ত নয়নে এবং নানা উপহারে তাঁদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা রত্না দেবীকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এদিনের বিদায় অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন পাশ্ববর্তী ঢাকুরিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. অনুপম দে, সহ প্রধান শিক্ষক চম্পক সরকার, চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথির সহ প্রধান শিক্ষক গৌতম সাহা, শিক্ষাকর্মী ভাস্কর আচার্য, স্থানীয় মণ্ডলপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ ঘোষ, ব্লকের সমাজ কল্যান আধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষ, সহকারি মিঠুন দাস, ছিলেন বিদ্যালয়ের পূর্বতন সম্পাদক শ্যামল বিশ্বাস, বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি তরুন মণ্ডল, সদস্য জয়দেব বর্ধন, চিরঞ্জিত বৈরাগী, খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলীর সম্পাদক মলয় বিশ্বাস প্রমুখ। সকলেই বিদায়ী রত্নাদেবীর প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে তাঁর কর্মতৎপরতার ভূষসী প্রশংসা করেন এবং তাঁর অবসর জীবনের সুখ শান্তি ও সুস্থ্যতা কামনা করেন।

## ঢাকুরিয়া তরুন দলের

তৃতীয় পাতার পর...

মেয়েরা অংশ নেয়। কক্ ফাইট, স্কিপিং, মিউজিক্যাল চেয়ার ও সকলের জন্য যেমন খুশি সাজো এবং সন্ধ্যার সন্ধিক্ষনে গৃহবধূদের জন্য নিধারিত মোমবাতি দৌড় প্রতেযোগিতা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। ক্রীড়া সম্পাদক প্রদীপ ও প্রসেনজিৎ বণিক জানান, এদিন মোট ২৬ টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হয়েছে।

সন্ধ্যায় সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীগণের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত ক্রীড়া প্রেমী মানুষজন। এদিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানকে ঘিরে এলেকার ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ জনের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

## চাঁদপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৩০ জানুয়ারী সকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও প্রতিযোগীদের মাঠ প্রদক্ষিন, বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী দ্বিজেন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক জাতীয় পতাকা এবং বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মুনমুন বিশ্বাস (সরকার) কতৃক জাতীয় পকাতা উত্তোলন, শ্বেতকপোত ওড়ানো এবং ছাত্রীদের পিরামিড প্রদর্শনী, শপথবাক্য পাঠ ও বিদ্যালয়ের পড়ুয়া জাতীয় দলের খেলোয়াড় সঞ্চিতা দাসের মশাল দৌড়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয় চাঁদপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০২৪।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য সন্তোষ মৈত্র, গৌতম দাস, শীলা বালা, বনগাঁ মহাকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য ও বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ভূদেব মুখার্জী প্রমুখ। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মুনমুন বিশ্বাস ও ক্রীড়া শিক্ষিকা বেবী বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে ছাত্রজীবনে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধূলা ও নিয়মিত শরীর চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। বিশেষ অতিথি ক্রীড়া প্রশিক্ষক ভূদেব বাবু বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের থ্রোবল চর্চা করার আহ্বান জানান। এদিন বিদ্যালয়ের ছোট বড় পড়ুয়ারা দৌড়, অংক দৌড়, সহ মোট ২৩টি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। কক্‌ফাইট, স্কিপিং, মেমোরী টেষ্ট এবং সব শেষে অনুষ্ঠিত সকলের জন্য যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। খেলা শেষে সফল প্রতিযোগীগণের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও প্রতিযোগী শিক্ষার্থীনিগণকে শুভেচ্ছা জানাতে পরে আসেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, সহ-সভাপতি গোবিন্দ দাস, শিক্ষা ও ক্রীড়া বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ এবং জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস প্রমুখ। বিদ্যালয়ের সকল পড়ুয়া ও শিক্ষিকাগণের স্বতঃস্ফুর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে বিদ্যালয়ের আয়োজিত এদিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সার্থক হয়ে ওঠে।

সম্পর্ক গড়ে

# নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

**নিউ পি. সি. জুয়েলার্স**
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

**নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ**
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

**নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি**
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

# এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

**বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ**


## চাঁদপাড়া শিশু শিক্ষা নিকেতনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দারুন সাড়া

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরের মতো এবারও চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী শিশু শিক্ষা নিকেতন স্কুল। ২৩ জানুয়ারি সকালে মহান দেশনায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মজয়ন্তী মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপনের পর সাড়ম্বরে শুরু হয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪।

মিলন সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বার্ষিয়ান শিক্ষাব্রতী নির্মল কান্তি বিশ্বাস কর্তৃক জাতীয় পতাকা ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীময়ী লীলা মুখোপাধ্যায় কর্তৃক শিক্ষালয়ের পতাকা উত্তোলন এবং বিদ্যালয় পরিচালনার সমিতির সম্পাদক শান্তিপদ বিশ্বাস ও গাইঘাটার নবাগত বিডিও নীলাদ্রি সরকার কর্তৃক নেতাজী সুভাষের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পনের মধ্যদিয়ে বীর বিপ্লবী নেতাজী সুভাষ বসুকে স্মরণ করা হয়। শিক্ষিকাগণ উপস্থিত বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবকে ও চন্দনের ফোঁটায় বরণ করে নেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শ্রীমতী মুখার্জীকে বরণ করে নেন বিদ্যালয়ের সম্পাদক অবসর প্রাপ্ত শিক্ষাক শান্তিপদ বিশ্বাস।

বিদ্যালয়ের কয়েকশো কচিকাঁচা পড়ুয়ার মাঠ প্রদক্ষিনের পর শুরু হয় ৪৮ তম বার্ষিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন গাইঘাটার নবাগত বিডিও নীলাদ্রি সরকার। প্রতিযোগী ছাত্র ছাত্রীরা দৌড় ছাড়াও সেপটিপিন রেস, হপ রেস ইত্যাদি ৫১ টি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অপরাহ্নে মালা গাঁথা ও সকলের জন্য নির্ধারিত 'যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা' বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

খেলা শেষে সফল প্রতিযোগীগণের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান গাইঘাটা পঞ্চায়েত সামিতির শিক্ষা ও ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস, রাখাল বনিক, মহাদেব কুন্ডু প্রমুখ বিশিষ্ট জন। প্রতিযোগিতাকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সমাজকর্মী ও ক্রীড়া প্রেমী পার্থপ্রতিম রায়, সমীরণ সানা, সঞ্জু সিনহা, অলক রায় প্রমুখ। শিক্ষিকা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশ গ্রহনে শিশু শিক্ষা নিকেতন আয়োজিত এদিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।


নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— **Mob. : 9733087626**

**টাইগার স্টীল ফার্ণিচার**

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**